ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Government Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক (বি.এস.টি.আই. কর্মচারী ইউঃ অফিস), বি.এস.টি.আই. ভবন তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা

e-mail : info@bgeac3.com, web : www.bgeac3.com

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

প্রকাশকাল ঃ ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১২

প্রকাশক ঃ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

মুদ্রণ ঃ তেজগাঁও প্রেস, ফার্মগেট, ঢাকা।

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ৩০০০ কপি।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ১০০ (একশত) টাকা।

ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা প্রজাতন্ত্রের মোট জনবলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। এ শ্রেণীটিকে সবচে' অবহেলার চোখে দেখা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী অংশ ছাড়া প্রায় সকলকেই নানা প্রকার বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে চাকুরী কাল শেষ করতে হয়।

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৩ সালে প্রজাতন্ত্রের প্রথম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার মাধ্যমে তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারীদের সার্বিক উন্নতির যে সম্ভাবনাটা দেখা দিয়েছিল পরবর্তী সময়ে ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলগুলোতে তা ক্রমশঃ ম্লান হতে থাকে, চাকুরীর ক্ষেত্রে দেখা দেয় নানারূপ বৈষম্য ও অনিশ্চয়তার। প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারী হিসেবে উন্নয়ন ও সেবা কর্মে নিজেদের সম্মানজনক অবস্থান ও ন্যায় সঙ্গত অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করতে ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তম শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন 'বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি'। ইতোমধ্যে এ সমিতির কার্যক্রম দীর্ঘ ১২ বৎসর অতিক্রম করেছে। সমিতির সাংগঠনিক ভীত মজবুত, কার্যক্রম বা পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমিতির পরিচালনায় গঠনতন্ত্রকে গণমুখী, অধিকতর গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে ১ জুন, ২০১২ অনুষ্ঠিত সমিতির জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে গঠনতন্ত্রকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের সরকারি অঙ্গনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য একটা শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন পরিচালনায় এ সংশোধিত গঠনতন্ত্রটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ সম্মেলনে সমিতির স্থায়ী মনোগ্রাম (Logo) ও পতাকা (Flag) অনুমোদিত হয়েছে।

আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে অবসান ঘটাতে পারবো বিদ্যমান বৈষম্যের। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং সংগঠিত হই দেশ ব্যাপী।

(মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান)
সভাপতি
বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

মনোগ্রাম (Logo)

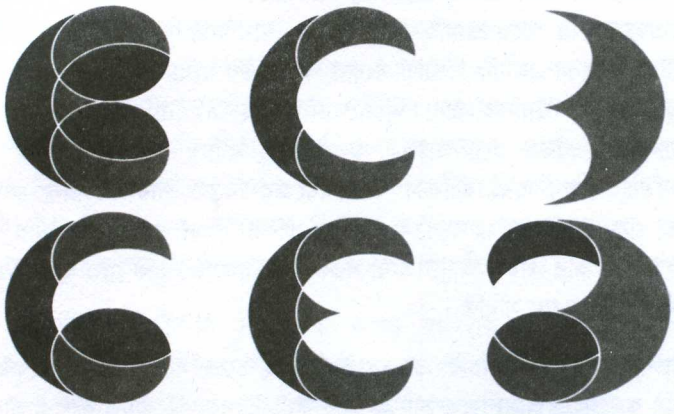

পতাকা (Flag)

পতাকার আকার হবে (৬x১০ বা সামানুপাতিক হারে) পতাকা গাঢ় সবুজ রং এর হবে। পতাকার মাঝে তিনটি তারকা (Star) চিহ্ন থাকবে। তিনটি তারকা (Star) যথাক্রমে সাদা রং (White Colour) রং টেবিল চেয়ারে বসে দাপ্তরিক কাজ কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রতীক, নীল রং (Blue colour) শিল্প কারখানায় উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ও কারিগরী কর্মচারীদের প্রতীক, লাল রং (Red Colour) আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতীক। পতাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা মহানগর বিভাগীয় জেলা, উপজেলাসহ সমিতির সকল কার্যালয়ে ব্যবহৃত হবে।

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Government Employees Association

একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন

ঘোষণাপত্র

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলেই ছোট-বড় সমস্যাগুলো সামাজিকভাবে সমাধান করতে চায়। এছাড়া তার আছে সামাজিক দায়বদ্ধতা। স্বার্থ আর বিভিন্ন সমস্যার টানাপোড়নে বিভক্তি বা অনৈক্য এমনকি সংঘাত সংকুল পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করলেও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নতির জন্য নিজেদের স্বার্থেই সমমনা বা একই লক্ষ্যাভিমুখী সমাজগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অঙ্গনে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক দলের এবং জীবিকা বা কর্মযজ্ঞের বিস্তৃত পরিসরে জন্ম নেয় বিভিন্ন সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন বা সংগঠন। বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র ও মিলকারখানায় গড়ে উঠে ট্রেড ইউনিয়ন আর অফিস আদালত বা সরকারি কর্মক্ষেত্রগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার না থাকায় গঠিত হচ্ছে সমিতি।

আমরা যারা সরকারি কর্মচারী তাদের কর্মক্ষেত্রই হচ্ছে সংগঠন করার প্রকৃত অঙ্গন। সরকারি কর্মক্ষেত্রে আমলারাও সার্বিক অর্থে কর্মচারী বলে বিবেচিত হলেও তারা মূলতঃ সরকারের প্রতিভূ, কর্তৃপক্ষ। সরকারি কর্মচারীরা তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে পায় আমলাদেরকেই। তাই কর্মচারী সংগঠন বলতে বুঝায় মূলতঃ নন-গেজেটেড কর্মচারীদের সমিতিকেই। এই নন-গেজেটেড কর্মচারীরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের সিংহভাগ আর তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ও সরকার পরিচালনায় প্রশাসন যন্ত্রের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন যন্ত্রই সচল রাখে রাষ্ট্রকে, কাজ করে সরকারের পক্ষে। সরকারি নীতি-পরিকল্পনার সাফল্য মূলতঃ নির্ভর করে প্রশাসন যন্ত্রের সময়োপযোগী ও যথাযথ কর্মসম্পাদনের উপর।

সরকার পরিচালনায় একটি নির্ধারিত মন্ত্রী পরিষদ থাকলেও আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন আমলারা। আমলারা যে সরকারের

অধীনে কাজ করে সে সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত প্রশাসনিক নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমে। এ নেটওয়ার্কেই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা মূলতঃ সকল প্রশাসনিক ও টেকনিক্যাল কর্ম সম্পাদনের সহায়ক শক্তি। সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং নিজেদের যোগ্যতার মূল্যায়ন তথা চাকুরীর ন্যায়সংগত উন্নয়নের স্বার্থে তাদেরকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সাংগঠনিকভাবে হতে হবে সমিতিবদ্ধ।

এতদঞ্চলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বা কর্মচারীদের সমিতিবদ্ধ হয়ে সংগঠন গড়ার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। তৎকালীন নেতৃবর্গের ত্যাগ তিতিক্ষা ও নিঃস্বার্থ ভূমিকা এখন ইতিহাসের অংশ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বর্তমান রূপ বা চারিত্রিক পরিণতি, নেতৃত্বের বিতর্কিত ভূমিকা, নৈতিক অধঃপতন ও অবক্ষয়, ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সংগঠনকে ব্যবহার, দুর্নীতির ছত্রছায়ায় আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া, জনকল্যাণমুখী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের অভাব, রাজনৈতিক দলবাজির ডামাডোলে নিজেদের ঐক্যকে বিপন্ন ও লক্ষ্যচ্যুত করা ইত্যাদি পরিলক্ষিত বিষয়গুলো আজ সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত করে তুলেছে। কর্মচারী সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডের উপরও তার বিরূপ প্রভাব দেখা দিচ্ছে।

এদেশে সরকারি কর্মচারীদের সমিতিবদ্ধ হওয়া বা এর সাংগঠনিক কর্মপরিধি প্রথমদিকে অনেকটা সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারি কর্মচারী অঙ্গনে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমিতিবদ্ধ হওয়া ও আন্দোলন করার ক্ষেত্র বিকশিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয় মূলতঃ বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর। তার পূর্বে কর্মচারীদের জন্য যৎসামান্য যা কিছু অর্জন বা দাবি-দাওয়া আদায় তার মূল কৃতিত্ব ছিল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের। তাদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই তৃতীয় বা অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীরাও কিছু আর্থিক সুবিধা পেতেন।

কিন্তু ১৯৭৮ সনে বাংলাদেশে নন-গেজেটেড সরকারি কর্মচারী ঐক্যফ্রন্টের নেতৃত্বে ৪ (চার) দফা দাবী আদায়ের আন্দোলন তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের নেতৃত্বদানের বন্ধ্যাত্ব ঘুঁচিয়ে দেয়। তারা চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির সাথে অংশিদার হয় মূল নেতৃত্বে। আন্দোলন পরিচালনায় রাখে যোগ্যতার স্বাক্ষর।

এ অঞ্চলে তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারীদের মূল সংগঠন হিসেবে বিরাজ করছিল ডাইরেক্টরেট কর্মচারী (তৃতীয় শ্রেণী) সমিতি। এটি দেশ বিভাগ অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকেই কাজ করছিল এবং সরকারিভাবে স্বীকৃত সংগঠন ছিল। যদিও জেলা বা অধঃস্তন পর্যায়ে মিনিস্ট্রিয়াল কর্মচারী সমিতি ও সচিবালয়ের করণিক পর্যায়ের কর্মচারীদের মুখ্য সংগঠন ছিল সচিবালয় কর্মচারী সমিতি। ডাইরেক্টরেট এসোসিয়েশন

সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মাঝে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেলেও কার্যকর নেতৃত্বের অভাবে আশির দশকের শেষার্ধ থেকেই মূলতঃ নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। ফলে সচিবালয় বহির্ভূত তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

পাকিস্তান আমলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সহস্রাধিক বেতন স্কেল বিরাজমান ছিল বিধায় বৈষম্যের পরিধিও ছিল বিস্তৃত। স্বাধীনতার স্বল্পকালের মধ্যেই তৎকালীন সরকার ১৯৭৩ সনে ঐসকল বেতন স্কেলকে ভেঙ্গে মাত্র ১০ (দশ) টি স্কেলে রূপান্তরিত করে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। ঐ সময় ঘোষিত বেতন কমিশন শত শত স্কেলকে ভেঙ্গে মাত্র দশটি ধাপে বেতন স্কেলকে সংকুলান করায় প্রায় সিংহভাগ বৈষম্যের বিলোপ ঘটে। সচিবালয়ের কর্মচারীদের সাথে ডাইরেক্টরেটগুলোর এমনকি সারা দেশের অধঃস্তন দপ্তর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের এতদিনের বৈষম্যমূলক বেতন স্কেলের অবসান হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে ১৯৭৭ সনে ২০টি ধাপে বেতন স্কেল করে পুনরায় সচিবালয়ের কর্মচারীদের সাথে ডাইরেক্টরেট ও অন্যান্য অধঃস্তন দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সরকারগুলোর হাত ধরে এখনও চলছে। আর এই বৈষম্যগুলো সৃষ্টি করা হয় মূলতঃ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের মধ্যে। ফলে বৈষম্যের শিকার তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের মাঝে নেমে আসে হতাশা আর জ্বলতে থাকে ক্ষোভের আগুন। ১৯৭৭-২০০০ সাল পর্যন্ত সরকারের আমলে এ বৈষম্যকে দূর করার পরিবর্তে আরও বিস্তৃত করে অগ্নিতে ঘৃতাহূতি দেওয়া হয়। সচিবালয়ের শাখা সহকারী, প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারীদের পদ পরিবর্তন করে প্রশাসনিক অফিসার করা হয় এবং স্টেনোগ্রাফারদের পারসোনাল অফিসার করা হয়। কিন্তু একই দায়িত্ব সম্পাদনকারী ও যোগ্যতা সম্পন্ন সচিবালয় বহির্ভূত কর্মচারীদের অনুরূপ মর্যাদা প্রদান থেকে বঞ্চিত করা হয়। বর্তমান সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে পদপরিবর্তিত সচিবালয়ের কর্মচারীদের উচ্চতর বেতন স্কেলসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করে। ফলে এ বৈষম্য বেড়ে যায় আরও। সিলেকশন গ্রেড প্রদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। বঞ্চিত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা সরকারের এ বৈষম্যমূলক অন্যায় আচরণ ও সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে এ বৈষম্যর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় সচিবালয় বহির্ভূত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীগণ সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকে। তাদের তীব্র আকুতিই বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারী অঙ্গনে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের একটি একক ও বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরী করে।

সচিবালয়ের সাথে বাইরের কর্মচারীদের বৈষম্যের বিষয়টি এই মুহূর্তে একটি অতীব জ্বলন্ত সমস্যা হলেও সরকারি কর্মাঙ্গনে আরও অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান। সমমানের বা একই শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বেতন ও

মর্যাদাগত বৈষম্য বিরাজমান। বিশেষ করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে ডিপ্লোমা নার্স, ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্ট ও বিভিন্ন ট্রেড গ্রুপের ডিপ্লোমাধারীদের এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বেতন ও মর্যাদা প্রদানের বৈষম্য স্মরণযোগ্য। সংগত কারণে বঞ্চনার ক্ষোভ তাদের মাঝেও বিদ্যমান।

এমতাবস্থায়, বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার সমস্যা জর্জরিত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা সম্মানজনক ও ন্যায় সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সাংগঠনিক পতাকাতলে মিলিত হয়ে আত্মপ্রকাশের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। বর্তমান সময় ও পরিস্থিতি নতুনভাবে তাদের সেই অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নের যুথবদ্ধ কাফেলায় শামিল করেছে। আমরা তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী নেতৃবর্গ পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছে অন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমাদের এ পদক্ষেপ নতুন হলেও ছিন্নমূল বা হঠাৎ উদ্ভূত নয়। আমরা মনে করি ডাইরেক্টরেট এসোসিয়েশন আমাদের সাংগঠনিক পূর্বধারা বা ঐতিহ্যের অংশ। যুগের দাবী অনুযায়ী পটভূমিতে নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত। সরকারি বিধানেও সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিন্যাসে সমিতি গঠনের নির্দেশনা বিদ্যমান। যেমন সকল পর্যায়ের বা পদবীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একটি মাত্র সংগঠন হচ্ছে বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি, যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এ সংগঠনটি আজ সারাদেশে বিকশিত। আমাদেরও অনুরূপভাবে প্রতিটি সরকারি দপ্তর প্রতিষ্ঠান, জেলা উপজেলায় সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক বিস্তারের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে নিজেদের ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে, অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন তথা জনগণের কাছে সরকারি কর্মকাণ্ডের সুফল বা সেবা পৌঁছে দেবার স্বার্থে।

অতঃপর প্রজাতন্ত্রের সচিবালয় বহির্ভূত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা বর্তমান সময়ের প্রয়োজনে একটি যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামোয় নিজেদেরকে সুসংবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশের তীব্র বাসনাকে রূপদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে **"বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি"** গঠনের মাধ্যমে।

উদ্যোক্তারা ২৯-৭-২০০০ তারিখে ঢাকার শাহবাগস্থ গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে ঢাকা মহানগরীসহ দেশের প্রায় সকল জেলার দপ্তর প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সংগঠনের নেতা ও নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের একটি জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতিকে

সাংবিধানিকভাবে স্থায়ী সাংগঠনিক রূপ দিয়েছেন। প্রথম জাতীয় কনভেনশন মিলিত হয়ে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

- এই সমিতি গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে অনুসরণ ও স্বাধীনতার মূল্যবোধকে ধারণ করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলবাজীকে **প্রশ্রয় দিবে না বা রাজনৈতিক দলভুক্ত হবে না**।
- এই সমিতি শুধু সরকার বা সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যা নিরসনে সচেষ্ট থাকবে। তবে কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে আন্তরিক না হলে বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে আন্দোলনের পথে নামবে।
- এই সমিতি সুশীল সমাজের অংশ হিসাবে যাবতীয় সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়ম ও গণস্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকবে। কর্মসংস্কৃতির ধারাকে উৎসাহিত ও উন্নত করবে। সচেষ্ট থাকবে দাপ্তরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।
- কর্তৃপক্ষীয় সহায়তা পেলে এই সমিতি কর্মচারীদের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে কাজের পরিবেশকে করবে ক্রমান্বয়ে উন্নত। গড়ে তুলবে দ্রুত কর্মসম্পাদনের ' টিমওয়ার্ক '।
- এই সমিতি বহুল উচ্চারিত দায়িত্ব পালনের জবাবদিহিতা ও কাজের স্বচ্ছতার বিষয়টিকে শুধুমাত্র মৌখিক বা কেতাবি-বিশেষ করে আমলাতান্ত্রিক ধারণার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বাস্তবে অনুশীলন ও সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য করার লড়াই চালিয়ে যাবে।
- এই সমিতি সর্বদা সোচ্চার থাকবে কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রতিবাদমুখর থাকবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে এই সমিতি তার যাত্রা শুরুর লগ্ন থেকে দেশের বেসামরিক সরকারি অঙ্গনে কর্মরত সকল তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে, আসুন, আমরা মিলিত হই বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পতাকাতলে।

স্বাক্ষরিত/ ২৯-৭-২০০০
হারুন উর রশীদ
সভাপতি
বা ত স ক স

স্বাক্ষরিত/ ২৯-৭-২০০০
মোঃ মঈনুল হক বার ভূঁইয়া
মহাসচিব
বা ত স ক স

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি (বাতসকস)

(Bangladesh Class-III Government Employees Association)

[একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন]

[২৯.৭.২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম জাতীয় কনভেনশনে অনুমোদিত এবং ১৮.৬.২০১১ ও ০১.৬.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত সংশোধনীসহ প্রকাশিত ।]

গঠনতন্ত্র (Constitution)

অনুচ্ছেদ-১

নাম, কর্মপরিধি, কার্যালয়, মনোগ্রাম, পতাকা ।

(ক) বাংলাদেশের বেসামরিক তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারীদের এই জাতীয় সংগঠনটির নাম হবে **'বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি'** । অতঃপর এই গঠনতন্ত্রের পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে শুধুমাত্র 'সমিতি' বলে উল্লেখ করা হবে এবং সংক্ষিপ্ত নাম হবে **' বাতসকস'** ।

(খ) এই সমিতির কার্যক্রম বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সকল বেসামরিক সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃত থাকবে ।

(গ) সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় , ঢাকা মহানগরী কমিটির কার্যালয় ও ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটির কার্যালয় ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত থাকবে ।

(ঘ) সমিতির বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা নির্বাহী পরিষদের কার্যালয় অবস্থিত থাকবে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সদর, জেলা সদর, উপজেলা সদরে ।

(ঙ) সমিতির প্রতীক হিসেবে একটি অনুমোদিত মনোগ্রাম ও পতাকা থাকবে । সমিতির প্যাড সাংগঠনিক কাজে ব্যবহৃত হবে ।

অনুচ্ছেদ-২

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

(ক) সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিচালিত এ সমিতি জাতীয় স্বার্থকে উর্ধ্বে রেখে সমিতির সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে;

(খ) সমিতির কোন কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে না এবং সমিতির কার্যক্রম কর্তৃপক্ষীয় হস্তক্ষেপ বহির্ভূত থাকবে;

(গ) সরকারি নীতি ও কর্মকাণ্ডের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সচেষ্ট থাকা;

(ঘ) সমিতির সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে কাজের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা;

(ঙ) গণমুখী প্রশাসন কায়েমের পথে বিরাজমান সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও সুষ্ঠু কাজের ধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা;

(চ) সমিতির সদস্যদের সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা ও চাকুরীগত বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণসহ পেশাগত মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা;

(ছ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(জ) কোন সদস্য সমিতির দায়িত্বপালন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে চাকুরীচ্যুত হলে বা অন্যকোন ভাবে বিপদগ্রস্ত হলে এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অযথা হয়রানির সম্মুখীন হলে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান এবং অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে বা বিপদমুক্ত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঝ) সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঞ) সকল কর্মজীবী মানুষ ও তাদের প্রতিনিধিত্বশীল অন্যান্য সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনে একযোগে কাজ করে অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়া;

(ট) সমিতির ও তার সদস্যদের বৈষয়িক মান উন্নয়ন ও বিভিন্নভাবে প্রদেয় আইনানুগ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

অনুচ্ছেদ-৩
সাধারণ সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা ও পদ্ধতি

(ক) জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল বেসামরিক দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীগণ এ সমিতির সাধারণ সদস্য হওয়ার যোগ্য এবং নির্ধারিত ফরমপূরণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

(খ) তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কোন কর্মচারী গেজেটেড পদমর্যাদা প্রাপ্ত হলে তার পূর্বের সদস্যপদ বহাল রাখতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হলে সমিতির সাধারণ সদস্য পদ লাভ করতে পারবে। তবে তারা তৃতীয় শ্রেণীর সমিতি ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীভিত্তিক সমিতির সদস্য নয় মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন।

গেজেটেড পদমর্যাদাপ্রাপ্তদের সমিতির সাধারণ সদস্যপদ প্রদান ও নেতৃপদে সমাসীন করার ক্ষেত্রে তাদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী সমিতি করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অবদান বিবেচ্য এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন।

(গ) জেলা, উপজেলা এবং দপ্তরভিত্তিক বা কর্মভিত্তিক সমিতিগুলো নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এরূপ সংগঠনগুলোর সাধারণ সদস্যগণ এ সমিতির সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবে।

(ঘ) চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণের সদস্যপদেও বহাল রাখা যাবে।

(ঙ) সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বা যে কোন সাংগঠনিক ধাপের নেতা বা সমিতির সাধারণ সদস্যকে সাংগঠনিক কার্যক্রমের কারণে বা কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ বা দাবী আদায়ের আন্দোলনের কারণে পদচ্যুত, চাকুরী থেকে অপসারিত বা বরখাস্ত করা হলে উক্ত নেতা বা সদস্যের সমিতিতে সদস্য পদ বহাল থাকবে।

অনুচ্ছেদ-৪

সাংগঠনিক ধাপসমূহ

তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সমিতির সার্বিক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহে সাংগঠনিক কমিটি/পরিষদ গঠিত হবে।

(ক) উপদেষ্টা পরিষদ
(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ (কেনিপ)
(গ) জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ (জাপ্রপ)
(ঘ) বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদ (বিনিপ)
(ঙ) ঢাকা মহানগর কমিটি (ঢামক)
(চ) ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটি (ঢামসাক)
(ছ) ঢাকা মহানগর আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ
(জ) জেলা নির্বাহী পরিষদ (জেনিপ)
(ঝ) জেলা প্রতিনিধি পরিষদ
(ঞ) কর্মবিভাগ ও কর্মভিত্তিক ইউনিট কমিটি (ক ই ক)
(ট) উপজেলা নির্বাহী পরিষদ (উনিপ)
(ঠ) উপজেলা প্রতিনিধি পরিষদ

অনুচ্ছেদ-৫
উপদেষ্টা পরিষদ

(ক) সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।

(খ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন পরিচালনা ও দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে অবদান রেখেছেন, এমন অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সংগঠক-নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে অনূর্ধ্ব ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ মনোনীত গঠিত হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ মনোনয়নের মাধ্যমে এ উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচিত করবে।

(ঘ) উপদেষ্টা পরিষদের মাননীয় সদস্যগণ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাসমূহে উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে ভোট দানে বিরত থাকবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল শেষ হলে নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ পরবর্তী উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচিত করবেন এবং নতুন উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে।

(চ) উদ্ভূত কোন পরিস্থিতির কারণে চরম সাংগঠনিক বিপর্যয় বা সাংবিধানিক শূন্যতা দেখা দিলে উপদেষ্টা পরিষদ পরামর্শ দাতার অবস্থান থেকেই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এগিয়ে আসবেন।

(ছ) জেলা নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচিত করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-৬
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

(ক) সমিতির নিয়মিত কার্যপরিচালনা ও এ গঠনতন্ত্রের ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ থাকবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের গঠনকাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

পদবী	সংখ্যা
১. সভাপতি	১ (এক) জন
২. কার্যকরী সভাপতি	২ (দুই) জন
৩. সহ-সভাপতি	১৫ (পনের) জন
৪. মহাসচিব	১ (এক) জন
৫. অতিরিক্ত মহাসচিব	২ (দুই) জন
৬. যুগ্ম মহাসচিব	১৫ (পনের) জন
৭. সহকারী মহাসচিব	১১ (এগার) জন
৮. সাংগঠনিক সচিব	১৫ (পনের) জন
৯. অর্থ সচিব	১ (এক) জন
১০ মহিলা বিষয়ক সচিব	১ (এক) জন
১১ দপ্তর সচিব	১ (এক) জন
১২ প্রচার ও প্রকাশনা সচিব	১ (এক) জন
১৩ আইন বিষয়ক সচিব	১ (এক) জন
১৪ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সচিব	১ (এক) জন
১৫ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সচিব	১ (এক) জন
১৬ আবাসন সচিব	১ (এক) জন
১৭ নির্বাহী সদস্য	৫ (পাঁচ) জন
সর্বমোট	৭৫ (পঁচাত্তর) জন

(খ) প্রচলিত প্রথা অনুসারে দ্বি-বার্ষিক প্রতিনিধি পরিষদ অধিবেশনে উপস্থিত কাউন্সিলর বা প্রতিনিধিবর্গের সিদ্ধান্তক্রমে অথবা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে উপরোক্ত পদগুলি নির্বাচিত হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে ২ (দুই) বছর।

(ঘ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি, মহাসচিব, অতিরিক্ত মহাসচিব, অর্থসচিব, দপ্তর সচিব, প্রচার ও প্রকাশনা সচিব-এ পদগুলি ঢাকা মহানগরীর সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অন্যান্য পদে যে কোন জেলা বা এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

(ঙ) বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে তাদের পদমর্যাদা হবে যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও যুগ্ম মহাসচিব সমমানের।

অনুচ্ছেদ-৭
ঢাকা মহানগর কমিটি

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদকে সাংগঠনিকভাবে সকল কাজে সহযোগিতা প্রদানের জন্য শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকায় ৫৫ (পঞ্চান্ন) সদস্য বিশিষ্ট একটি ঢাকা মহানগর কমিটি থাকবে। ঢাকা মহানগর কমিটির গঠনকাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

পদবী	সংখ্যা
১. সভাপতি	১ (এক) জন
২. কার্যকরী সভাপতি	১ (এক) জন
৩. সহ-সভাপতি	১১ (এগার) জন
৪. সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
৫. অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
৬. যুগ্ম সম্পাদক	১১ (এগার) জন
৭. সাংগঠনিক সম্পাদক	১১ (এগার) জন
৮. অর্থ সম্পাদক	১ (এক) জন
৯. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	২ (দুই) জন
১০. দপ্তর সম্পাদক	১ (এক) জন
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ (এক) জন
১২. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক	১ (এক) জন
১৩. আবাসন সম্পাদক	১ (এক) জন
১৪. নির্বাহী সদস্য	১১ (এগার) জন
সর্বমোট সদস্য	৫৫ (পঞ্চান্ন) জন

(খ) ঢাকা মহানগর কমিটির মেয়াদকাল হবে ২ (দুই) বছর।

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ মনোনয়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগর কমিটি নির্বাচিত করবে।

(ঘ) ঢাকা মহানগর কমিটি তার সকল কাজের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

(ঙ) ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে তাদের পদমর্যাদা হবে যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও যুগ্ম মহাসচিবের সমমানের।

অনুচ্ছেদ-৮
বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদ, গঠনকাঠামো ও দায়িত্ব

(ক) প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের আওতাধীন জেলাগুলোতে সমিতির সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত, কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদ থাকবে।

(খ) বিভাগের আওতাধীন প্রত্যেক জেলা নির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ৫(পাঁচ) জনকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

(গ) বিভাগীয় সদর দপ্তর যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার "জেলা নির্বাহী পরিষদ" এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক ও প্রচার সম্পাদক পদাধিকার বলে বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদের যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ

সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক ও প্রচার সম্পাদক হবেন এবং বিভাগের আওতাধীন অন্য জেলাগুলোর নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদে যথাক্রমে সহ-সভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং অনুচ্ছেদ ৮(খ)-তে বর্ণিত অবশিষ্ট ৩(তিন) জন স্ব-স্ব জেলা কমিটি মনোনয়ন দিবেন। মনোনীত ৩(তিন) জন বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন।

(ঘ) বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম বিভাগীয় সদর জেলা থেকেই পরিচালিত হবে। এই পরিষদ বিভাগের আওতাধীন জেলা নির্বাহী পরিষদগুলোর কার্যক্রম তদারকি করবে এবং প্রয়োজনে জেলা নির্বাহী পরিষদের সাথে যৌথ সভা করবে।

(ঙ) বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদ তাদের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

(চ) বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ২ (দুই) বছর।

(ছ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদকে অনুমোদন দিবে।

অনুচ্ছেদ-৯

ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটি

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদকে সাংগঠনিক সকল কাজে সহযোগিতা প্রদানের জন্য শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকায় ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট একাধিক ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটি থাকবে। ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটির গঠন কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

	পদবী	সংখ্যা
১.	সভাপতি	১ (এক) জন
২.	কার্যকরী সভাপতি	১ (এক) জন
৩.	সহ-সভাপতি	৭ (সাত) জন
৪.	সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
৫.	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
৬.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	৭ (সাত) জন
৭.	সাংগঠনিক সম্পাদক	৭ (সাত) জন
৮.	অর্থ সম্পাদক	১ (এক) জন
৯.	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
১০.	দপ্তর সম্পাদক	১ (এক) জন
১১.	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ (এক) জন
১২.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক	১ (এক) জন
১৩.	নির্বাহী সদস্য	৫ (পাঁচ) জন
	সর্বমোট	৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন

(খ) ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটির মেয়াদকাল হবে ২ (দুই) বছর।

(গ) ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটির সংখ্যা এবং এর সীমানা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নির্ধারণ করবে।

(ঘ) ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও ঢাকা মহানগর কমিটির সকল কাজে সহযোগিতা করবে।

(ঙ) দ্বি-বার্ষিক আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সিদ্ধান্তক্রমে অথবা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে উপরোক্ত পদগুলি নির্বাচিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১০
জেলা নির্বাহী পরিষদ

(ক) সমিতির গঠনতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক সাংগঠনিক কর্ম পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রশাসনিক জেলায় একটি করে জেলা নির্বাহী পরিষদ থাকবে। জেলা নির্বাহী পরিষদের গঠন কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

পদবী	সংখ্যা
১. সভাপতি	১ (এক) জন
২. কার্যকরী সভাপতি	১ (এক) জন
৩. সহ-সভাপতি	৭ (সাত) জন
৪. সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
৫. অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
৬. যুগ্ম সম্পাদক	৭ (সাত) জন
৭. সাংগঠনিক সম্পাদক	৭ (সাত) জন
৮. অর্থ সম্পাদক	১ (এক) জন
৯. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
১০. দপ্তর সম্পাদক	১ (এক) জন
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ (এক) জন
১২. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক	১ (এক) জন
১৩. নির্বাহী সদস্য	৫ (এক) জন
সর্বমোট	৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন

(খ) জেলা নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ২ (দুই) বছর।

(গ) দ্বি-বার্ষিক জেলা প্রতিনিধি পরিষদ অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সিদ্ধান্তক্রমে অথবা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে উপরোক্ত পদগুলি নির্বাচিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১১
কর্মবিভাগ ও কর্মভিত্তিক ইউনিট কমিটি

(ক) অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের এটাচড্ ডিপার্টমেন্ট হিসাবে স্বীকৃত প্রধান দপ্তর ও তাদের আওতাধীন দপ্তরগুলোর তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা সম্মিলিতভাবে একেকটি কর্মবিভাগ ভিত্তিতে এবং বিশেষ ও নির্ধারিত কর্মে নিয়োজিত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মভিত্তিক সংগঠনগুলো সমিতির ইউনিট কমিটি হিসেবে কাজ করতে পারবে।

(খ) ইউনিট কমিটির নির্বাহী পরিষদের গঠন কাঠামো জেলা নির্বাহী পরিষদের গঠনকাঠামোর অনুরূপ হবে অথবা তাদের সংগঠনের গঠনতান্ত্রিক নিয়মানুসারে গঠিত হবে।

(গ) ইউনিট কমিটি হিসাবে বিবেচিত কোন সংগঠনের কর্মপরিধি ও সদস্য সংখ্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ইউনিট কমিটির গঠন কাঠামো ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবে।

(ঘ) কর্মবিভাগ ভিত্তিক বা কর্মভিত্তিক তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের নতুন কোন সংগঠন হলে এবং কোন গঠনতন্ত্র বা উপ-বিধি না থাকলে তারা তাদের সংগঠনের কাজের পরিধি ও গুরুত্ব অনুযায়ী সমিতির গঠনতন্ত্রের আলোকে তাদের গঠনতন্ত্র তৈরী করতে পারবে অথবা সমিতির গঠনতন্ত্র অনুসরণ করতে পারবে।

(ঙ) ইউনিট কমিটিসমূহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নীতিমালা ও কর্ম পরিকল্পনা অনুসরণ করবে।

অনুচ্ছেদ-১২
উপজেলা নির্বাহী পরিষদ

(ক) সমিতির গঠনতন্ত্রের আলোকে কেন্দ্রীয়/জেলা নির্বাহী পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রশাসনিক উপজেলায় একটি করে উপজেলা নির্বাহী পরিষদ থাকবে। উপজেলা নির্বাহী পরিষদের গঠন কাঠানো হবে নিম্নরূপ ঃ

	পদবী	সংখ্যা
১.	সভাপতি	১ (এক) জন
২.	সহ-সভাপতি	৩ (তিন) জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
৪.	যুগ্ম সম্পাদক	৩ (তিন) জন
৫.	সাংগঠনিক সম্পাদক	৩ (তিন) জন
৬.	অর্থ সম্পাদক	১ (এক) জন
৭.	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
৮.	দপ্তর সম্পাদক	১ (এক) জন
৯.	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ (এক) জন
১০.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক	১ (এক) জন
১১.	নির্বাহী সদস্য	৫ (পাঁচ) জন
	সর্বমোট	২১ (একুশ) জন

(খ) দ্বি-বার্ষিক উপ-জেলা প্রতিনিধি পরিষদ অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সিদ্ধান্তক্রমে অথবা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে উপরোক্ত পদগুলি নির্বাচিত হবে।

(গ) উপজেলা নির্বাহী পরিষদকে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী পরিষদ অনুমোদন দিবেন।

(ঘ) উপজেলা নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে ২(দুই) বৎসর।

(ঙ) উপজেলা নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে জেলা নির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন। তবে তাঁদেরকে সভার কোরামের জন্য গণনা করা যাবে না। জেলা নির্বাহী পরিষদে তাদের পদমর্যাদা হবে যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক সমমানের।

অনুচ্ছেদ-১৩
নির্বাচক মণ্ডলী বা ভোটার ও প্রতিনিধি

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ঃ (১) সর্বশেষ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সকলে (২) ঢাকা মহানগর কমিটির সকলে (৩) ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটির সকলে (৪) অনুমোদিত কর্মবিভাগ ও কর্মভিত্তিক ইউনিট কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক/ মহাসচিবসহ ৫ (পাঁচ) জন এবং (৫) জেলা নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ (পাঁচ) জন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ভোটার ও প্রতিনিধি হবেন।

(খ) ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটি ঃ এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৩ অনুসারে ঢাকা মহানগরীর স্ব-স্ব সাংগঠনিক অঞ্চলে যে সকল সরকারি কর্মচারী সমিতির সদস্য পদ লাভ করে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করেছেন শুধুমাত্র তারাই সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটির ভোটার বা প্রতিনিধি হবেন।

(গ) কর্মবিভাগ ভিত্তিক ইউনিট কমিটি ঃ এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-১১ মোতাবেক বিরাজমান সমিতির নির্বাহী পরিষদ বা স্বীকৃত কর্মবিভাগ ভিত্তিক ইউনিট কমিটিগুলো তাদের নিজস্ব সংবিধান বা গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিত হবেন।

(ঘ) জেলা নির্বাহী পরিষদ ঃ (১) সর্বশেষ জেলা নির্বাহী পরিষদের সকলে, (২) উপজেলা নির্বাহী পরিষদের সকলে এবং (৩) জেলায় বিভিন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত ইউনিয়ন/সমিতিসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ (পাঁচ) জন, জেলা নির্বাহী পরিষদের ভোটার বা প্রতিনিধি হবেন।

(ঙ) উপজেলা নির্বাহী পরিষদ ঃ এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৩ অনুসারে উপজেলার যে সকল সরকারি কর্মচারী সদস্যপদ লাভ করে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করেছেন, তারা উপজেলা নির্বাহী পরিষদের ভোটার বা প্রতিনিধি হবেন।

(চ) ঢাকা মহানগর কমিটি ঃ অনুচ্ছেদ-৭ এর উপ অনুচ্ছেদ-৭(গ) মোতাবেক নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত।

(ছ) বিভাগীয় নির্বাহী পরিষদ ঃ অনুচ্ছেদ-৮ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৮(খ) ও ৮(গ) মোতাবেক নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত।

অনুচ্ছেদ-১৪
শাস্তি এবং আপীল

কোন ইউনিট কমিটি বা অধঃস্তন নির্বাহী পরিষদ সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য বা গৃহীত সিদ্ধান্ত বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে গেলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সে ইউনিট কমিটি বা অধঃস্তন নির্বাহী পরিষদের কৈফিয়ত তলব করতে পারবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ অভিযুক্ত কমিটির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব, আর্থিক জরিমানা, সাময়িকভাবে কর্মকাণ্ড স্থগিত রাখা বা কমিটি বাতিল করতে পারবে। তবে কর্মকাণ্ড স্থগিত রাখা এবং কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত পরবর্তী প্রতিনিধি সভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৫
জাতীয়/বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন ও নির্বাচন

১।(ক) অনুচ্ছেদ-১৩ এর (ক) উপ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ সমিতির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ।

(খ) ২ (দুই) বৎসরে ন্যূনতম একবার জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং দ্বি-বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলনে সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত/মনোনীত করা হবে।

(গ) জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের আর্থিক বাজেট অনুমোদন, নীতি নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করবে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের যাবতীয় কার্যাবলীর উপর গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারবে এবং আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ পরবর্তী কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করবে।

(ঘ) সমিতির স্বার্থ পরিপন্থী, সংবিধান বা শৃঙ্খলা বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে সমিতির সাংগঠনিক ধাপসমূহের যে কোন কর্মকর্তা, সদস্য বা সাধারণ সদস্য অভিযুক্ত হলে জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ তাকে বা তাদের সংশ্লিষ্ট কমিটি বা পরিষদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত, বহিষ্কার বা সাধারণ সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে।

(ঙ) বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব বা অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সময়সীমা অতিক্রম করলে জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ বর্ধিত সময়ের অনুমোদন দিতে পারবে। তবে সময় অতিক্রমের যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যাসহ জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

(চ) বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে কিংবা কোন জরুরী ও বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

(ছ) ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ, জেলা প্রতিনিধি পরিষদ ও উপজেলা প্রতিনিধি পরিষদ যথাক্রমে ১৩ (খ) (ঘ) ও ১৩ (ঙ) মোতাবেক গঠিত হবে। উভয় পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্ব-স্ব প্রতিনিধি পরিষদ থেকে গ্রহণ করতে পারবে। সভা আহ্বানের নিয়মাবলী ও অন্যান্য কার্যক্রম কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুরূপ হবে।

২। **ঢাকা মহানগর আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ ঃ**

(ক) অনুচ্ছেদ ১৩ (খ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত নেতৃবৃন্দ/সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হবে। প্রতি ২(দুই) বৎসরে একবার আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। দ্বি-বার্ষিক আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ সভায় সমিতির ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটি নির্বাচিত/মনোনিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে যে কোনো সময় মহানগর আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

(খ) আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরিষদ ঢাকা মহানগর সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটির বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করবে।

৩। **জেলা প্রতিনিধি পরিষদ ঃ**

(ক) অনুচ্ছেদ-১৩(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে জেলা প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ জেলার সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) প্রতি ২(দুই) বৎসরে ন্যূনতম একবার জেলা প্রতিনিধি পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বি-বার্ষিক জেলা প্রতিনিধি পরিষদ সম্মেলনে স্ব-স্ব জেলা নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত/মনোনিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বা সাংগঠনিক কারণে যে কোনো সময় জেলা প্রতিনিধি পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

(গ) জেলা প্রতিনিধি পরিষদ জেলা নির্বাহী কমিটির আয় ও ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট অনুমোদন করবে।

৪। **উপজেলা প্রতিনিধি পরিষদ ঃ**

(ক) অনুচ্ছেদ-১৩ (ঙ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত নেতৃবৃন্দ/সদস্যগণের সমন্বয়ে উপজেলা প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ উপজেলার সর্বোচ্চ পরিষদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(খ) প্রতি ২(দুই) বৎসরে ন্যূনতম একবার উপজেলা প্রতিনিধি পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বি-বার্ষিক উপজেলা প্রতিনিধি পরিষদ সম্মেলনে স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত/মনোনিত হবে। বিশেষ প্রয়োজন বা সাংগঠনিক কারণে যে কোনো সময় উপজেলা প্রতিনিধি পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

(গ) উপজেলা প্রতিনিধি পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী পরিষদের বাজেট, আয় ও ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করবে।

অনুচ্ছেদ-১৬
তহবিল গঠন, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও পরিচালনা

১। (ক) সমিতির নামে সংগৃহিত অর্থ দিয়ে তহবিল গঠিত হবে।

(খ) সংবিধানের ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সাংগঠনিক ধাপসমূহ ও প্রাথমিক সদস্যদের ওপর ধার্যকৃত চাঁদা/অনুদান সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিষদ/কমিটির মাধ্যমে আদায় করা হবে।

(গ) বিভিন্ন উপলক্ষে বা জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ চাঁদা ধার্য করা যাবে।

(ঘ) নিঃস্বার্থভাবে সমিতিকে পৃষ্ঠপোষণে আগ্রহী বা দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে দানস্বরূপ অর্থ বা বস্তুসামগ্রী গ্রহণ করা যাবে।

(ঙ) সমিতি কর্তৃক প্রকাশিতব্য কোন স্মরণিকা বা সাময়িকীর জন্য শুভেচ্ছা বা বিজ্ঞাপন বাবদ অর্থ ও শুভেচ্ছা সামগ্রী গ্রহণ করা যাবে।

(চ) সমিতি নিজস্ব কোন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত/অর্জিত লভ্যাংশ দিয়ে তহবিল গঠন করা যাবে।

(ছ) বাংলাদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংকে সমিতির তহবিল সংরক্ষণ করতে হবে।